[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী নতুন করে ষড়যন্ত্র শুরু করেছে — কমরেড নুর আহমেদ বকুল

দেশের উন্নয়নের ধারা নষ্ট করার জন্যই সম্প্রদায়িক গোষ্ঠী নতুন করে ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। মার্কিন সম্প্রদায়ও ব্যাপক ভাবে অপতৎপরতা শুরু করেছে। দেশের অসম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রাখতে ঘুষ-দুনীতি ও লুটতরাজ বন্ধ করতে হবে। দেশে সুশাসন তৈরী করতে হবে।

শুক্রবার সকালে মেহেরপুর জেলা ওয়ার্কার্স পার্টির বর্ধিত সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির পলিট ব্যুরো সদস্য কমরেড নুর আহমেদ বকুল।

গাংনী উপজেলা শহেরর লেনিল টাওয়ারে আয়োজিত বর্ধিত সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি কমরেড আব্দুল মাবুদ।

সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড মজনুল হক মজনু, কমরেড আব্দুর রহিম মাস্টার, ওমর ফারুক,ডাক্তার শরিফ উদ্দীন ঠান্ডু, আবু হানিফ,যুবমৈত্রী নেতা বিল্লাল হোসেন প্রমুখ।

বর্ধিত সভার শুরুতে প্রয়াত কমরেড আরজ আলী ও আজিজুল হকের স্মরণে ১ মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

আলমডাঙ্গা উপজেলা ও পৌর সেচ্ছাসেবকলীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন

আলমডাঙ্গা উপজেলা ও পৌর শাখার বাংলাদেশ আওয়ামী সেচ্ছাসেবকলীগের পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়েছে। শুক্রবার বিকেলে আলমডাঙ্গা শহরের পান্না কমিউনিটি সেন্টারে ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনের মাধ্যমে এ কমিটি গঠন করা হয়।

বাংলাদেশ আওয়ামী সেচ্ছাসেবকলীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনে আলমডাঙ্গা উপজেলা সেচ্চাসেবকলীগের আহবায়ক শরিফুল ইসলাম রিফাতের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী সেচ্ছাসেবকলীগের সহ-সভাপতি নির্মল কুমার চ্যাটার্জী।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বালাদেশ আওয়ামী সেচ্ছাসেবকলীগের সহ-সভাপতি সৈয়দ নাসির উদ্দীন, যুগ্ন-সাধারণ সম্পাদক খায়রুল হাসান জুয়েল, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল সায়েম, তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক শাকিল আহমেদ জুয়েল বাবু, চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি আসাদুল হক বিশ্বাস, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ শিল্প ও বাণিজ্য উপ কমিটির সদস্য দিলীপ কুমার আগরওয়ালা, চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এ্যাডঃ আব্দুল মালেক, বাংলাদেশ কৃষকলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক নাজমুল ইসলাম পানু, চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক যুব ও ক্রিড়া বিষয়ক সম্পাদক এ্যাডঃ শফিকুল ইসলাম শফি, জেলা সেচ্ছাসেবকলীগের যুগ্ন-আহবায়ক মতিয়ার রহমান মতি।

অনুষ্ঠান শেষে নতুন এ কমিটির উপজেলা আওয়ামী সেচ্চাসেবকলীগের সভাপতি হিসাবে শরিফুল ইসলাম রিফাত, সাধারণ সম্পাদক তরিকুল ইসলাম টুকুল নির্বাচিত হয়। এছাড়াও আলমডাঙ্গা পৌর সেচ্ছাসেবকলীগের সভাপতি মিলন হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক ইমরান হোসেন নির্বাচিত হয়।

মুজিবনগরে জমিজমা নিয়ে সংঘর্ষে দু’পক্ষের ৬ জন আহত, থানায় অভিযোগ

মেহেরপুরের মুজিবনগরে জমি দখল নিয়ে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে দুই পক্ষের ৬ জন আহত হয়েছেন। সংঘর্ষের ঘটনায় উভয় পক্ষই পৃথক পৃথক ভাবে মুজিবনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন।

শুক্রবার সকাল ৯ টার দিকে উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়ন এর ৬ নম্বর ওয়ার্ড রতনপুর গ্রামের খেলার মাঠের পাশে ডোবার মাঠ নামক স্থানে এই ঘটনা ঘটে। আহতরা হলেন রতনপুর গ্রামের রাখাল মণ্ডলের ছেলে স্বাধীন মন্ডল (৫১) ও শান্তি মন্ডল (৪৫),মৃত ভজন মণ্ডলের ছেলে পূণ্য মন্ডল (৬৫), সুশীল মণ্ডলের ছেলে সুজিত মন্ডল (৭০), কাটু মন্ডলের ছেলে কটা মন্ডল (৬০) ও দিপু মন্ডল (৭০) আহত হয়।

এক পক্ষ অমৃত অরবিন্দ মন্ডল এর ছেলে শান্তি মন্ডল তার অভিযোগে বলেছেন, রতনপুর মৌজার -১২০৮ দাগে, ৭১ শতক জমি আছে। এই জমি নিয়ে দীর্ঘ দিন আদালতে মামলা চলার পরে আনুমানিক ৪ বৎসর আগে জমি আমাদের পাওনা হলে মেহেরপুর জজ কোর্ট থেকে আমাদের আবাদী জমি ঢাক ঢোল বাজিয়ে আমাদের পাওনা করে দিয়ে গিয়েছে।

কিন্তু উক্ত বিবাদী মিঃ পুন্য মন্ডল, মিঃ সুজিত, মিঃ কটা, মিঃ দিপু মন্ডল, মিঃ সুজন মন্ডল শুক্রবার সকাল ৯ টার দিকে অবৈধ ভাবে কোর্টের নির্দেশ অমান্য করে বিভিন্ন ধরনের লাঠিসোটা সহ দেশীয় অস্ত্র দা হাসুয়া নিয়ে আমাদের জমি জোর পূর্বক ভাবে দখল করতে যায়।

এ সময় আমারা উক্ত জমির পার্শ্বে আমাদের আবাদী জমিতে কাজ করছিলাম। আমার আবাদী জমি জোরপূর্বক ভাবে দখল করতে নিষেধ করতে গেলে আমাকে সহ আমার বড় ভাই মিঃ স্বাধীন মণ্ডলকে বিভিন্ন ধরনের হুমকি ধামকি ও গালাগালি করতে থাকে।

এক পর্যায়ে তাদের কাছে থাকা লোহার রড সহ দেশীয় অস্ত্র দা হাসুয়া দিয়ে হত্যার উদ্দ্যেশে বিভন্ন স্থানে এলোপাতারি ভাবে কোপ ও ছেচা মার দিয়ে জখম করে। পরে আমি সহ আমার ভাই প্রাণ ভয়ে ঘটনাস্থল থেকে আহত অবস্থায় কোন রকমে জীবন বাঁচিয়ে পালিয়ে আসি।

পরে আমার পরিবারের লোকজন মুজিবনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আমাদের ভর্তি করায়। এখনও উক্ত বিবাদীরা আমাকে সহ আমার বড় ভাইকে মেরে ফেলে আমাদের লাশ গুম করে দিবে বলে বিভিন্ন ধরনের হুমকি ধামকি প্রদান করছে।

অপরপক্ষ সুজন মন্ডল তার অভিযোগে বলেছেন, বিবাদী শান্তি মন্ডল ও স্বাধীন মন্ডল আমার চাচা সম্পর্কের হয়। আমরা আমাদের আবাদী জমি আনুমানিক ৩২ বছর যাবৎ চাষাবাদ করে আসছি।

শুক্রবার সকাল সাড়ে ৮টার সময় আমার পিতা ও চাচারা আমাদের আবাদী জমিতে ধান লাগানোর উদ্দ্যেশে আমার চার চাচা জমি বন্টন করতে গেলে উক্ত বিবাদীরা আমাদের জমি আমাদের বন্টন করতে নিষেধ করে।

আমাকে সহ আমার পিতা ও চাচাদের বিভিন্ন ধরনের হুমকি ধামকি গালাগালি করতে থাকে। এসময় তাদের কাছে থাকা হাসুয়া দিয়ে আমার পিতা ও চাচাদের বিভিন্ন স্থানে এলোপাতারি ভাবে কোপ মেরে জখম করে।

পরে আমি সহ আমাকে গ্রামের কিছু মানুষ খোজ পেয়ে আমার পিতা ও চাচাদের ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে মুজিবনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ভর্তি করি।

এ বিষয়ে মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মেহেদি রাসেল মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, ঘটনাটি আমি শুনেছি। দুই পক্ষই থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে। তদন্ত পূর্বক পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

কোমর বেঁধে ভোট যুদ্ধে মাঠে নেমেছেন শ্যামপুর ইউনিয়নের সংরক্ষিত নারী প্রার্থীরা

ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে মেহেরপুরের বিভিন্ন ইউনিয়নে সংরক্ষিত নারী প্রার্থীরা কোমর বেঁধে মাঠে নেমেছেন ভোট যুদ্ধে।
ভোটের দিন যতই ঘনিয়ে আসছে নারী প্রাথীরা তাদের কর্মী সমর্থকদের

সাথে নিয়ে ঘুরছেন নির্বাচনী এলাকায়।

সদর উপজেলার শ্যামপুর ইউনিয়নে সংরক্ষিত নারী সদস্য পদে মোট ১২ জন প্রার্থী ভোট যুদ্ধে নেমেছেন। এদের মধ্যে ১,২,৩ ওয়ার্ডে ৪ জন, ৪,৫,৬ ওয়ার্ডে ৩ জন, ও ৭,৮,৯ নং ওয়ার্ডে ৫ জন প্রার্থীসহ ১২ প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বীতা করছেন।

২ নং ওয়ার্ডের সংরক্ষিত নারী সদস্য সোনিয়া আক্তার তালগাছ প্রতিকে লড়ছেন ভোট যুদ্ধে। তিনি বলেছেন, নির্বাচনে জেতার জন্যই দাড়িয়েছি। এলাকার আমার অবস্থান খুব ভাল। যেখানেই যাচ্ছি ভোটাররা ভাল সাড়া দিচ্ছেন। এলাকার নারী ভোটারদের কল্যাণে কাজ করে তাদের মন জয় করবো আমি।

সোনিয়া খাতুন আরও বলেন এই প্রথম শ্যামপুর ইউনিয়নে নির্বাচন হবে। এখানে ভোটারদের একটা প্রত্যাশাও আছে জনপ্রতিনিধির কাছে। আমি নির্বাচিত হলে জনগণের সেই প্রত্যাশা পুরুণ করবো। তিনি বলেন, সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত ভোটারদের দারে দারে ভোট প্রার্থনায় ঘুরছি। তার সাথে কর্মী হিসেবে রয়েছেন বসন্তপুর গ্রামের নারী ভোটার রাহাতন নেছা, জহুরা খাতুন, চম্পা খাতুন ও তাসলিমা খাতুন। তারা বলেছেন, আমরা আমাদের পছন্দের প্রার্থীকে জেতাতে তার সাথেই ভোট করে বেড়াচ্ছি।

১ নং ওয়ার্ডের সংরক্ষিত নারী সদস্য প্রার্থী আসমা খাতুন এবার বক মার্কা প্রতিকে ভোট যুদ্ধে নেমেছেন। তিনি জানান, দিন রাত পরিশ্রম করছি। মানুষের দোয়ারে দোয়ারে ভোট চাচ্ছি। আমার অবস্থান ভাল। এলাকার নারী পুরুষ সবাই আমাকে আশ্বস্ত করেছেন ভোট দেবেন। আমি নির্বাচিত হলে এলাকার রাস্তা-ঘাটের উন্নয়ন ও বয়স্কা, বিধবা নারীদের ভাতা পেতে সহযোগীতা ছাড়াও তাদের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখবো।

একই ওয়ার্ডের রুপালী খাতুন ভোট যুদ্ধে নেমেছেন তালগাছ প্রতিক নিয়ে। তিনি জানালেন, এলাকার মানুষের কাছে আমি জনপ্রিয়। আমাকে এলাকার মানুষই দাড় করিয়েছেন। আমি নির্বাচিত হলে তাদের পাশে থেকে কাজ করবো।

৩ নং ওয়ার্ডের নারী সদস্য প্রার্থী আরিফা খাতুন (মাইক প্রতিক) ও মাজেদা খাতুন (জিরাফ প্রতিকে) ভোট যুদ্ধে নেমেছেন। তারা দুজনেই বলেছেন, এবারের ভোট একটি মাইল ফলক হিসেবে থাকবে আমাদের ইউনিয়নে। কারণ, শ্যামপুর নবগঠিত একটি ইউনিয়ন।মানুষের মধ্যে ভোট নিয়ে

কৌতুহল রয়েছে। তারা যোগ্য দেখেই ভোট দেবেন। আমরা নির্বাচিত হলে এলাকার উন্নয়নে কাজ করবো। বিশেষ করে নারীদের পাশে থেকে তাদের সেবা করবো।

মেহেরপুরে পরিবেশক সমিতির আলোচনা সভা

মেহেরপুর পরিবেশক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মোঃ মাহাফুজুর রহমান রিটন মেহেরপুর পৌর নির্বাচনে মেয়র প্রার্থী হওয়ায় জেলা পরিবেশক সমিতির করনীয় শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
আজ শুক্রবার বিকেলে মেহেরপুর শহরের হোটেল আটলান্টিকার মিলনায়তনে এ শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
মেহেরপুর জেলা পরিবেশক সমিতির সভাপতি মোঃ হাসেম আলীর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর পরিবেশক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও নৌকা প্রার্থী মোঃ মাহাফুজুর রহমান রিটন। সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা পরিষদের প্রশাসক মোঃ গোলাম রসুল।
পরিবেশক সমিতির কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য মোঃ শোমেল রানার সঞ্চালনায় আরো বক্তব্য রাখেন, হোটেল বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক জাহিদ ইকবাল শিমন, আলোয়া স্টোরের স্বত্বাধিকারী আলী হোসেন, মেহেরপুর জেলা পরিবেশক সমিতির উপদেষ্টা আকবর বিশ্বাস, মোঃ মোস্তফা, মোঃ আজিজুর রহমান, মোঃ হোসেন রানা,সাদরুল নাহিদ, মোঃ মানিক প্রমুখ। এছাড়াও এ সময় মেহেরপুর জেলা পরিবেশক সমিতির অন্যান্য সদস্যগণ উপস্থিতি ছিল।

মুজিবনগরের রশিকপুর গ্রামের সেই আকামুল গ্রেফতার

মুজিবনগর উপজেলার রশিকপুর গ্রামের সেই আকামুল ইসলাম আদালতের

□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□
□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□
□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□
□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□
□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ (□□□) □□□□□□ □□□□□ □ □□□□
□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□
□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□
□□□□□□
□□□□□□□□□ □□□□□, □□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□
□□□□□, □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□, □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□
□□□□□□□ □□□□□, □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□
□□□□ □□□□ □ □□□□□□□ □□□□ □□□æ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□
□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□
□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□
□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□
□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□
□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□æ□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□
□□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□

□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□

□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□
□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□
□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□.□ □□□□□□□

□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□
□□□□□□□□□□□□□ □□□□□- □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ , □□□□□□□□ □□□□□□
□□□□□ □□□□□, □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□, □□□□□□□□ □□□□□□
□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□, □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□

কলেজ, ছহি উদ্দীন ডিগ্রী কলেজ, মেহেরপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় এন্ড বিএম কলেজ, মেহেরপুর দারুল উলুম আহমাদিয়া মাদ্রাসা, কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিল ও জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ।

মেহেরপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ভূপেন রঞ্জন রায় বলেছেন, পরীক্ষা সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ৬১১৪ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১৭৪৮ জন পরীক্ষার্থী অনুপস্থিত ছিলেন এবং ক্রুটিযুক্ত কারণে একজনের বাতিল করা হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, পরীক্ষা সুষ্ঠভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে জেলা শহরের সবগুলো ফটোকপিয়ারের দোকান বন্ধ রাখার নির্দেশনা ছিলো। প্রবেশপত্র ছাড়া পরীক্ষা কেন্দ্রে কোনো পরীক্ষার্থী বই, খাতা, ক্যালকুলেটর, ইলেকট্রনিক ডিভাইস, ইলেকট্রনিক ঘড়ি, উত্তরপত্র, নোট বা কোনো কাগজ, ভ্যানেটি ব্যাগ, পার্স, মোবাইল ফোন বা কোনো ধরণের বস্তু নিয়ে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। কেন্দ্রের ১০০ গজের মধ্যে ১৪৪ ধারা জারি ছিলো।

গাংনীতে অসহায় দম্পত্তিকে মারধরের অভিযোগ প্রতিবেশীর

পথে হাটাকে কেন্দ্র করে সরকারী ঘরে বসবাসকারী এক দম্পত্তিকে মারধর করে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে প্রভাবশালী প্রতিবেশীরা।

আজ শুক্রবার বেলা ১১ টার দিকে গাংনী উপজেলার গাড়াডোব পুড়াপাড়া এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে।
এঘটনায় ভূক্তভোগী গৃহকর্তা ফজলুল হক বাদী হয়ে ৪ জনকে আসামী করে গাংনী থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন।

ফজলুল হক জানান, আমার পরিবারকে ২ শতক জমির উপর সরকার একটি বাড়ি নির্মাণ করে দিয়েছে। আমি আমার স্ত্রী ও সন্তান নিয়ে সেখানে বসবাস করে আসছি। বাড়ির পাশ দিয়ে যাওয়া রাস্তাটি প্রতিবেশী সফর আলীর

ছেলে ফারুক হোসেন, আলমগীর হোসেন ও নিজাম উদ্দীনের ছেলে কামাল হোসেন ও আনারুল ইসলাম বন্ধ করে দেন। আমি প্রতিবাদ করাই তারা আমাকে মারধর করে। আমাকে বাঁচাতে আমার গর্ভবতি স্ত্রী জামিনা খাতুন এলে তাকেও মারধর শুরু করে। তারা আমাকে ও আমার গর্ভবতি স্ত্র কে চরম নির্যাতন করে। পরে স্থানীয়রা ছুটে আসলে তারা চলে যায়। আমার স্ত্রী ও আমি গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি হই। এর বিচার চেয়ে ওই চার জনকে আসামী করে গাংনী থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক জানান, লিখিত অভিযোগ পাওয়ার সেখানে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

১২০ টাকার বিরিয়ানী ৩৪০ টাকা

আলমডাঙ্গায় বিআরডিবি এর প্রশিক্ষণ প্রাপ্তিদের কর্মশালায় বরাদ্দকৃত অর্থ আত্নসাৎ এর অভিযোগ উঠেছে প্রকল্প কর্মকর্তা আব্দুল মান্নানের বিরুদ্ধে । গতকাল বৃহস্পতিবার বিআরডিবি অফিসে খোঁজ নিলে প্রশিক্ষণের নামে বরাদ্দকৃত অর্থ আত্নসাৎ এর সত্যতা মিলে। এ ঘটনায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্তিদের মাঝে তিব্র ক্ষোভ বিরাজ করে।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গার পল্লি উন্নয়ন বোর্ড পল্লি জিবীকায়ন প্রকল্পের (৩য় পর্যায়ে) সুফল ভোগীদের আয়বর্ধন মূলক প্রশিক্ষণ অনুষ্টিত হয়। গত মঙ্গলবার থেকে ৩ দিনের এ কর্মশালা অনুষ্টিত হয়। এ কর্মশালায় শাকসবজি চাষ প্রশিক্ষণে বিভিন্ন অঞ্চলের ৪০ জন নারী অংশ গ্রহণ করে।

এ কর্মশালায় প্রকল্পের মাধ্যমে প্রত্যেক সুফল ভোগী প্রশিক্ষণার্থীকে প্রত্যেক দিন সম্মানি ভাতা, খাবার, যাতায়াত, খাতা-কলম, সনদ বাবদ ১ হাজার ৪০ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। এতে প্রত্যেক দিন প্রশিক্ষণার্থীকে সম্মানি ভাতা বাবদ ৫শত টাকা, খাবার ৩শত ৪০ টাকা, যাতায়াত ২শত টাকা, খাতা-কলম বাবদ ৫০ টাকা ও সনদ বাবদ ৫০ টাকা বরাদ্দ প্রদান করে পল্লি উন্নয়ন বোর্ড পল্লি

জিবীকায়ন প্রকল্প। এতে বরাদ্দকৃত অর্থের ৩০% অর্থ আত্নসাৎ করেছে। প্রশিক্ষণার্থীদের বরাদ্দকৃত অর্থের শুধু সম্মানি ভাতা ৫শত টাকা, ৩শত ৪০ টাকার খাবার ১২০, যাতায়াত খরচ বাবদ ২শত টাকা, ৩০ টাকার খাতা-কলম ৫০, ২০ টাকার সনদ ৫০ টাকা করে দাম ধরানো হয়েছে বলে অভিযোগ করেন ভুক্তভোগী প্রশিক্ষণার্থীরা। এতে প্রতি প্রশিক্ষণার্থী বাবদ প্রতিদিন ২২০ টাকা করে মোট ৪০ জন প্রশিক্ষণার্থীদের ৮ হাজার ৮ টাকা। ৩ দিন মোট ২৬ হাজার ৪শত টাকা আত্নসাৎ করে ভারপ্রাপ্ত প্রকল্প কর্মকর্তা আব্দুল মান্নান।

পল্লি জীবিকায়ন প্রকল্পের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আব্দুল মান্নান জানান, প্রতি প্রশিক্ষণার্থীদের প্রতিদিন ১হাজার ৪০ টাকা বরাদ্দ।তাদের ৩ দিনে মোট ২ হাজার ১ শত টাকা প্রদান করা হয়। তিনি আরো বলেন, খাবার জন্য বরাদ্দ পেয়েছি ২৪০ টাকা। তার মধ্যে যতটা সম্ভব ভাল খাবার দেওয়ার চেষ্টা করেছি।

সরকারি বাজেট তালিকার সাথে ভারপ্রাপ্ত অফিসার আব্দুল মান্নানের কথায় অসংগতি লক্ষ করা গেছে। ৩৪০ টাকা বরাদ্দ উল্লেখ থাকলেও তিনি সেটাকে ২৪০ টাকায় নামিয়ে নিয়ে আসেন।